দৈনিক বাংলা

068

তারিখ 18/8/78
পৃষ্ঠা 5 কলাম 2

জনমত

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি

গত সেশনে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্যে যে নাম্বার চাওয়া হয়েছিলো তাতে আমরা ১৯৭৮-৭৯ শিক্ষা বর্ষে ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীরা দারুণ হতাশা বোধ করছি। গত সেশনে ভর্তির জন্য এইচএসসিতে গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে গড়ে ৫৫% নাম্বার এবং এই তিন বিষয়ে পৃথকভাবে ৪৫% নাম্বার চাওয়া হয়েছিলো। উল্লেখ্য যে, এর আগেও এ তিন বিষয়ে গড়ে ৫০% নাম্বার ও পৃথকভাবে ৪৫% নাম্বার চাওয়া হয়েছিলো। কাজেই গতবার অতিরিক্ত নাম্বার চাওয়াতে অনেকেরই ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ইঞ্জিনীয়ারিং পড়া থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে। গত সেশনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ভর্তির জন্যে প্রথমদিকে অধিক নাম্বার চাওয়া হলেও পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির পর কর্তৃপক্ষ নাম্বার হ্রাস করেছেন। কিন্তু পত্র-পত্রিকায় বহু লেখালেখি সত্ত্বেও ইঞ্জিনীয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে অনড় থাকেন। এবার পূর্ব থেকে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আমরা অনুরোধ করছি: যেন আমাদের কথাটা তাঁরা সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করেন এবং এবার গড় নম্বর ৫৫% থেকে কমিয়ে ৫০% ও পৃথকভাবে প্রতি বিষয়ে ৪৫% করে আমাদের ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ার সুযোগ দান করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গত বছর বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স ভর্তি পরীক্ষার জন্যে যেরূপ কঠোর প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ভর্তির ব্যাপারে সে তুলনায় কোন প্রতিযোগিতা হতে দেখা যায়নি। এর কারণ ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ার আগ্রহ থাকলেও নাম্বারের স্বল্পতার জন্যে অনেক ছাত্র-ছাত্রীই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারেনি। বোর্ডের পরীক্ষাগুলিতে দুর্ঘটনাবশত কেউ খারাপ করে থাকে আবার কেউ হয়তো বিশেষ সুযোগ পেয়ে ভাল করে থাকে। তাই ভর্তি পরীক্ষায় প্রকৃত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা কৃতকার্য হতে পারে। কাজেই নাম্বার কমিয়ে আনলে অধিক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং প্রকৃত মেধাবীরা ভর্তি হতে পারবে। গতবার দুই ব্যাচ একত্রে ভর্তির জন্যে ভিড় করেছিলো। এবার যেহেতু এক ব্যাচ। তাই স্বাভাবিকভাবেই এবার গতবারের চেয়ে প্রতিযোগিতা কম হবে। তাছাড়া অনেক ছাত্র-ছাত্রী ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ভর্তি হলেও শেষে মেডিক্যাল কলেজ ও বিদেশে বৃত্তি নিয়ে চলে যায়। কাজেই ভর্তি পরীক্ষার নাম্বার কমিয়ে সাধারণ মেধাবীদের ভর্তির সুযোগ দিলে আমরা উপকৃত হবো।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি সহানুভূতি ও সহৃদয়তার সাথে বিবেচনা করার এবং ভর্তি পরীক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় নাম্বার কম চেয়ে আমাদের ভর্তির সুযোগ দেয়ার জন্যে আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

গিয়াস, রব মাহবুব, মান্নান, সলিম, পলি, গোলসানা, রুনু, কাসেম, একরাম ও আরও অনেকে,
ঢাকা মহাবিদ্যালয়, তীতুমীর মহাবিদ্যালয় ও নটরডেম কলেজ।